বাংলাদেশর আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এবং উন্নত দেশ ২০৪১ গড়ে তোলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ সৃষ্টি ও উন্নয়নে নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নির্বাহীগণের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে **"সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মী/নির্বাহীগনের দক্ষতা উন্নয়ন"** শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে স্থানীয় পর্যায়ে সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্ষমতা ও সক্রিয়তা বৃদ্দির লক্ষে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে। ২০১৭-২০১৮ সাল পর্যন্ত মট ১১২১৮ টি সংগঠনের নির্বাহীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষনের মূল লক্ষ্য মাঠ পর্যায়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব; বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম; সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম ; স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও বিধিমালা ১৯৬২; সমাজকল্যাণের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা; নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ; জন্ম নিবন্ধন, বিবাহ নিবন্ধন ও ভোটার নিবন্ধন আইনসমূহ; নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার প্রতিরোধ, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ আইন এবং বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলচিত ইস্যু জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা;প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা; মাদকাসক্তি সমস্যা ও তার প্রতিকার; সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়নের গুরুত্ব; নেতৃত্বের স্বরূপ, গুণাবলী ও নেতৃত্বের ধরন, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব; জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন; দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (গবাদী পশু, হাঁসমুরগী পালন, হস্তশিল্প, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মৎস্যচাষ প্রভৃতি), স্যানিটেশন এবং আর্সেনিক সমস্যা ও তার প্রতিকার; তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, স্থানীয় সরকার এবং জিও-এনজিও সহযোগিতা; টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের করণীয়; স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় গবেষণা, জরিপ, মূল্যায়নের গুরুত্ব ও প্রতিবেদন প্রণয়ন; বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়-ব্যয় নির্বাহের নিয়ামাবলী, ক্যাশবহি লিখন এবং নিরীক্ষা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩; জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম; নিউরো-ডেভেলপমেন্টল ডিজএ্যাবিলিটিজ ও অটিজম বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি; দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টিনী কর্মসূচি প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। রিসোর্স পার্সন/ বক্তা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থা এবংপাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সমাপনীতে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। পরিষদ কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের জন্য "সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের/নির্বাহীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৩৫টি কোর্সে ১১৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১০১৪ জন পুরুষ এবং ১১৬ জন মহিলা। প্রশিক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০২%। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সামগ্রী, যাতায়াত ভাতা, আবাসিক হোটেলে থাকার ব্যবস্থা এবং দৈনিক ৮০০/- (আটশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। রিসোর্স পার্সনকে/বক্তাকে প্রতি ক্লাসের জন্য ২২৫০/- (দুই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটি আবাসিক/অনাবাসিক প্রকৃতির। তবে আবাসিক প্রশিক্ষর্ণার্থীদের আবাসন ব্যয় পরিষদ কর্তৃক বহন করা হয়।

এছাড়াও প্রতিকোর্স থেকে মেধা তালিকার মুল্যায়ন ভিত্তিতে ৩/৪ জনকে পরবর্তিতে রিফ্রেসার্স কোর্সের জন্য নির্বাচন করা হয়। যাদেরকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অর্থায়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন দর্শনীয়স্থান (কক্সবাজার, সিলেট, কুয়াকাটা, রাঙামাটি, বান্দরবন) পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।